গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এবং মুক্তি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কসবায় এ মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে প্রায় দেড় শতাধিক অসহায় ও সাধারণ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ গ্রহণ করেন।

আয়োজকরা জানান, এলাকার দরিদ্র ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাম্পে আগত রোগীদের বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম, সিয়াম, সাব্বির, সোহেল, শামীম, আকাশ, জুবায়েদ প্রমুখ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজের অসহায় মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তারা নিয়মিত এমন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দাবি জানান।

ছেলে ভাগ্নে ভাস্তে সহ ৫ জনকে নিয়োগ, বেতনের চেষ্টায় তদবির,

শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে জাল স্বাক্ষর করে ছেলে ভাগ্নে ও ভাস্তে সহ ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরের বিরুদ্ধে।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ও সদস্য সচিব সহ কয়েকজনের জাল স্বাক্ষর করে নিয়োগ দেওয়ার পর তাদের বেতন করার জন্য নানা ভাবে শিক্ষা অফিসারের কাছে তদবির ও চাপ প্রয়োগ করছে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফর ও তার শ্যালক আওয়ামী লীগ নেতা করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুল মান্নান।

এদিকে জালিয়াতির ঘটনায় কেন এমপিও বন্ধ করা হবে না পত্র প্রাপ্তির তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণকসহ লিখিত দিতে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

নিয়োগের কাগজপত্র যাচাই করে দেখা গেছে,২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সুপার আবু জাফরের ছেলে ইয়াসির আরাফাতকে ল্যাব সহকারী,ভাগ্নে ও তার শ্যালক আওয়ামীলীগ নেতা করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুল মান্নানের মেয়ে সাদিয়া মান্নানকে মায়াকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর,ভাইয়ের ছেলে মনিরুল ইসলামকে নিরাপত্তা প্রহরী,রোজিনা খাতুনকে আয়া ও মাসুমকে পরিচ্ছণ্নতা কর্মী পদে নিয়োগ দিয়েছে। তবে কোথায়, কখন ও কিভাবে পরীক্ষা হয়েছে সে বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সহ সংশ্লিষ্টদের কেউই কিছু জানেন না। নিয়োগপ্রাপ্তরা ২৩ অক্টোবর কাগজে কলমে যোগদান করেছে। তবে জাল স্বাক্ষর ও ভুয়া কাগজপত্রের কারনে কারোর বেতন ভাতা হয়নি। এবিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

এর আগে দুটি অপ্রচলিত পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে স্থানীয়রা স্বজনপ্রীতি ও নিয়োগ বানিজ্য বন্ধে মহাপরিচালক সহ বিভিণ্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

করমদি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সুজন মাহমুদ বলেন, নিয়োগের বিষয়ে জানতে গ্রামের একাধিক মানুষ মাদ্রাসায় গেলেও সুপার কোনো তথ্য দেননি। বিভিন্ন আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে পদে ৮ থেকে ১০ লাখ

টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিয়োগ দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে।

তবে সুষ্ঠ তদন্ত করলে সুপার আবু জাফরের নিয়োগ সহ নানা অনিয়ম বের হয়ে আসবে।

করমদি মাঠপাড়ার রাসেল মাহমুদ জানান, তিনি একটি পদের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান তার কাছে ১২ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন। সে টাকা দিতে না পারায় অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব মোছা. শামসুন্নাহার বলেন, ফলাফল শিটে থাকা স্বাক্ষরটি তার নয়। পরীক্ষা কবে, কোথায় ও কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তার জানা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদ্রাসার কয়েকজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত বৈধভাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি, তবে নিয়োগের নামে স্বাক্ষর জাল করে আত্নীয় করন ও অবৈধ টাকা লেনদেন হয়েছে।

মাদ্রাসায় সুপার আবু জাফর জানান, নিয়োগ বৈধভাবে দেয়া হয়েছে। এবিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তিনি।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মান্নান বলেন নিয়োগ নিয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুল ইসলাম জানান, নিয়োগ সম্পন্ন ভুয়া ও জালস্বাক্ষরে হয়েছে। এছাড়া ডিজির যিনি প্রতিনিধি ছিলেন তার আদেশর বাতিল করেছে অধিদপ্তর। এছা শিক্ষা অফিসার হিসেবে তিনি কিছুই জানে না তবুও বেতন বিলে স্বাক্ষরের জন্য তদবির ও চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। জালিয়াতির ঘটনায় গত ২৩/০৫ ২০২৬ ইং তারিখে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, মাদ্রাসায় পাঁচ জন কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্রটি স্থগিত হওয়া সত্বেও কিভাবে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করলেন? নিয়োগ পরীক্ষায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল সীটে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির কোন স্বাক্ষর নেই। তারপরও কিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন? বিধি বহির্ভূতভবে নিয়োগ প্রদান করে এমপিও প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? বিধি বহির্ভূত ভাবে নিয়োগ প্রদান ও এমপিও এর জন্য আবেদন করেছেন।

এমন বিধিবহির্ভূত কর্মের জন্য কেন আপনার এমপিও বন্ধ করা হবে না পত্র প্রাপ্তির তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণক সহ লিখিত দিতে বলেছেন। তিন কর্মদিবস পার হলেও তিনি কোন উত্তর দেননি বরং বিভিণ্ন ভঅবে বেতন করানোর জন্য তদবির করছেন। কারন দর্শানোর জবাব না দেওয়ার ঘটনায় ব্যস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মহাপরিচালকের প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক অর্থ মোহাম্মদ শুকুর আলম মজুমদার বলেন, তিনি কোন পরীক্ষার ফলাফল শীটে স্বাক্ষর করেননি। তার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের লোডশেডিং, বাড়ছে দুর্ভোগ, বিপাকে কৃষক

মেহেরপুরে একদিকে রোদের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম, অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুৎতের ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। শহরে কিছুটা বিদ্যুৎ মিললেও গ্রামের অনেক এলাকায় দিন-রাত মিলিয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকছে না। গরমে অতিষ্ঠ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে প্রতিদিন। এতে বিপাকে পড়েছেন

শিক্ষার্থী, কৃষক,ব্যবসায়ী ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল কল কারখানার মালিকসহ সকল শ্রেনীপেশার মানুষ।

কতদিনে বিদ্যুতের এমন দুর্ভোগ কাটবে তা নিশ্চিত নয়,বলে জানিয়েছেন পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষ।

বেশি আসছে এবং মাঠেই দিন কাটছে। বিদ্যুতের এমন পরিস্থিতি থাকলে ধানের ফলন বিপর্যয় ঘটবে।

অন্যদিকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে অর্ধ বার্ষিকী পরীক্ষা। রাতের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুত না থাকায় পড়ার টিবিলে বসে কস্ট পাচ্ছেন এমন কথা জানিয়েছেন পরীক্ষার্থী সিমা আক্তার।

গাংনীর সাাহারবাটী বাজারের ওয়েল্ডিং ব্যবসায়ী বিষু কর্মকার জানান, তার দোকানে ৪ জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের প্রতিদিনের হাজিরা ৭০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা। বিদ্যুত না থাকলেও তাদের প্রতিদিনের হাজিরা দিতে হচ্ছে। বিদ্যুত না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সময় মতো কাজ দিতে পারছেননা গ্রাহকদের।

ভাটপাড়া গ্রামের কলেজ শিক্ষার্থী নুসরাত জামান বলেন, দিনে যেমন তেমন,সন্ধার পর বিদ্যুত না থাকায় পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। দ্রত সময়ের মধ্যে বিদ্যুত সরবরাহ ঠিক না হলে সিলেবাস শেষ হবে না।

মেহেরপুর জেলায় জেনারেল হাসপাতালসহ জেলায় চারটি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে। এবং বেসরকারি ক্লিনিক রয়েছে প্রায় অর্ধশত। কোনো হাসপাতালে নেই জেনারেটর ব্যাবস্থা। ফলে হাসপাতালে বিদ্যুত চলে গেলে রোগী ও তাদের স্বজনরা পড়ছেন কস্টে।

নিরবছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ চান ভুক্তভোগীরা। বিদ্যুত না পেয়ে কয়েক দফা বিদ্যুত অফিস ঘেরাও করেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। তাদের দাবী সারাদিনে মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়িতে এসে বিদ্যুত পাচ্ছিনা।

এবিষয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষ দৈনিক আগামীর সময়কে বলেন, মেহেরপুরে যে পরিমান বিদ্যুত প্রয়োজন তা পাচ্ছিনা। প্রতিদিন গড়ে ৩০/৩৪% লোডশেডিং থাকছে। শহরের দিকে গরুত্ব দিতে গেলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি নিরসনে জেলা প্রশাসকের কাছে গত ২৮ জুন বিদ্যুতের চাহিদা, সমাধানে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এখনও সুরাহা পাইনি। তিনি আরও বলেন, বিদ্যুত বরাদ্দ কম পাওয়ায় এমন সমস্যা তৈরী হয়েছে। কবে নাগাদ সমাধান হবে তা বলা যাচ্ছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী জানান, মেহেরপুর জেলায় সকল এলাকায় পর্যায়ক্রমে লোড ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে বিদ্যুত সচল রয়েছে।জাতীয় গ্রীড থেকে সমস্যা ঠিক হলে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

রামনগরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী পিকআপ গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজার (৬) মৃত্যুর ঘটনায় নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে।

ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হতে বলা হলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাজির হননি।

এদিকে নিহত শিক্ষার্থীর বাবা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা করতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সোমবার (৩ আগস্ট) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পক্ষ থেকে গঠিত তদন্ত কমিটি রামনগরের ঘটনাস্থল ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের। তদন্ত চলাকালে প্রধান শিক্ষককে উপস্থিত হতে বলা হলেও তিনি সেখানে উপস্থিত হননি।

পরে নিহত শিক্ষার্থী আমির হামজার বাড়িতে অবস্থানকালেও প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহকে ফোন দিলেও তিনি ঘটনা স্থলে আসতে অশিকৃতি জানান বলে জানা গেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, বিদ্যালয়টিতে মোট পাঁচজন শিক্ষক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও সোমবার মাত্র তিনজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

একজন শিক্ষক দাপ্তরিক কাজে বাইরে ছিলেন। দুইজন শিক্ষক কোনো ধরনের ছুটির আবেদন ছাড়াই অনুপস্থিত ছিলেন। আর প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে না থেকে বাইরে একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পরও শিশুটিকে হাসপাতালে নেওয়ার আগ

পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হননি। এমনকি নিহত শিক্ষার্থী আমির হামজার জানাজায়ও তিনি অংশ নেননি বলে অভিযোগ করেছেন শিশুটির বাবা।

তদন্ত চলাকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে আরও উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া যায়। তাদের দাবি, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যেই রয়েছে বহিরাগতদের আড্ডা দেয়ার জন্য মজবুত মাচানসহ বিভিন্ন আবাসপত্র।

এমনকি মাদক সেবনেকারিদের আনাগোনাও রয়েছে সেখানে।

তবে এসব বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো কার্যকর নজরদারি বা উদ্যোগ নেই বলেও অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা।

নিহত শিক্ষার্থী আমির হামজার বাবা আব্দুল হাকিম বলেন, “যে বিদ্যালয়ে এমন একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমার সন্তানের মৃত্যু হলো, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি হাসপাতালে যাননি, জানাজায়ও আসেননি। এখন আমি গাংনী থানায় যাচ্ছি তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহন করতে”।

নিহত শিক্ষার্থীর মা বলেন,আমার ছেলে যে সময়টিতে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। সেই সময়তো শ্রেনীকক্ষে থাকার কথা। যদি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতো তাহলে আমার ছেলেটা শ্রেনীকক্ষে থাকতো এবং হইতো সে বেচে থাকতো।

স্থানীয় শিপলু বলেন,বেশকিছু দিন আগেও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষার্থীর হাত ভেঙে যায়। অথচ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেহ জানেই না। তাহলে বোঝেন এরা ছাত্রদের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল। আবার একজন ছাত্র জীবন মরণ সন্ধিক্ষনে সেখানেও তাদের যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন,গতকাল যখন সংবাদ পাই বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এক ছাত্রের দুর্ঘটনা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য লোকজনকে অনুরোধ করি। তারপরই পরিস্থিতি শান্ত হয়। আজ আবার তদন্তের সময়ও আমি ঘটনাস্থলে আসি। এবং নিহতের পরিবারকে শান্তনা দেয়ার পাশাপাশি শান্ত থাকতে বলি। তবে এটা ঠিক প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহ যে একজন দায়িত্বহীন এবং অসামাজিক মানুষ এটা বুঝতে আর বাকি নেই। কেননা আজ

তদন্তের সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাকে ঘটনাস্থলে আসতে বললেও তিনি উপস্থিত হয়নি।

এর আগে, রোববার (২ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজার মৃত্যু হয়। নিহত আমির হামজা রামনগর গ্রামের বাজারপাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে বিদ্যালয়টির প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

ঘটনার পর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস অধিদপ্তর তদন্ত কমিটি গঠন করে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন,আব্দুর রশিদ উপজেলা শিক্ষা অফিসার গাংনী,এস এম জয়নুল ইসলাম,মোঃ আলাউদ্দিন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার গাংনী এবং মোঃ শামসুজ্জোহা সহকারি শিক্ষা অফিসার মুজিব নগর।

আরো উপস্থিত ছিলেন বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত মোঃশাহ আলম,রামনগর ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম ও বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

গাংনীতে পেঁয়াজ চাষিদের বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আগ্রহী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষিদের মাঝে বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ,সার ও পলিথিন বিতরন করা হয়েছে।

২০২৫- ২৬ অর্থ বছরের খরিপ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় উপজেলার ৮ হাজার কৃষকদে পেঁয়াজ বীজ, রাসায়নিক সার, পলিথিনসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে প্রণোদনা বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক শায়খুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা আরাফাত মিয়াসহ উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ।

প্রণোদনায় প্রতিজন কৃষক পেয়েছেন এক কেজি পেয়াঁজ বীজ, এক কেজি কীটনাশক, দুই কেজি পলিথিন দশ কেজি ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার।

৫ পদে নিয়োগে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় জাল স্বাক্ষর ও অনিয়মের মাধ্যমে পাঁচটি পদে নিয়োগ দেখিয়ে অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নানের দিকে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রার্থীপ্রতি ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা নিয়ে গোপনে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

জানা যায়, গত বছরের ২০ অক্টোবর আয়া, নিরাপত্তাকর্মী, ল্যাব সহকারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অফিস কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কাগজপত্রে ১৭ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও তা কোথায়, কখন এবং কীভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যসচিবসহ সংশ্লিষ্টদের কেউই কিছু জানেন না। নিয়োগপ্রাপ্তদের ২১ অক্টোবর যোগদানের কথা থাকলেও জটিলতার কারণে এখন পর্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও সুপার আবু জাফর তা দেখাতে রাজি হননি। এমনকি প্রতিষ্ঠানে গিয়েও তার দেখা মেলেনি। এ নিয়ে এলাকাবাসীর

মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

করমদি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সুজন মাহমুদ বলেন, নিয়োগের বিষয়ে জানতে গ্রামের একাধিক মানুষ মাদ্রাসায় গেলেও সুপার কোনো তথ্য দেননি। বিভিন্ন পদে ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিয়োগ সম্পন্ন করার কথা এলাকায় শোনা যাচ্ছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন।

করমদি মাঠপাড়ার বাসিন্দা রাসেল মাহমুদ জানান, তিনি নিজে ল্যাব সহকারী পদের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান তার কাছে ১২ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে না পারায় অন্য একজনকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রে যার স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে, সেই নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব মোছা. শামসুন্নাহার বলেন, ফলাফল শিটে থাকা স্বাক্ষরটি তার নয়। পরীক্ষা কবে, কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই বলে তিনি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদ্রাসার কয়েকজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত বৈধভাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তবে নিয়োগের নামে স্বাক্ষর জাল করে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর বলেন, সকল নিয়ম মেনেই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি কুচক্রী মহল বৈধ নিয়োগকে অবৈধ বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কেন তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তা ও ডিজির প্রতিনিধি অবগত আছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

তবে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মনিরুল ইসলাম জানান, নিয়োগ কমিটি যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিয়েছে, তা সঠিক নিয়মে হয়নি। গোপনে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই, এমনকি নিয়োগ কমিটির সদস্যদেরও বিষয়টি জানানো হয়নি। পরে শুধু

বেতন বিলে স্বাক্ষরের জন্য কাগজপত্র তার কাছে আনা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, নিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ডিজির প্রতিনিধির অনুমোদন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বাতিল করেছে।

পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না: রবিউল ইসলাম

জুলাইয়ের গণ রায়, জনগণের ৭০ পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে এদেশে ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণমুলক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। কিন্তু তারা এই রায় প্রত্যাক্ষান করেছে। বিগত ১৭ বছর যে সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে পারেনাই। রায় বাস্তবায়ন করে সঠিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন নচেৎ পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম।

গতকাল শনিবার বিকেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথ্গুলো বলেন।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনী জামিল এবং বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আহবান জানান। কর্মসূচিতে উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতের আমির, সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গাংনীতে স্কুল ফিডিংয়ের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে আমির হামজা (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ আগস্ট) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমির হামজা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাজার পাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ব্যবহৃত স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ওপর উঠে খেলছিল আমির হামজা। এ সময় চালক গাড়িটি চালিয়ে দিলে সে নিচে পড়ে যায়। পরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়।

স্বজন ও স্থানীয়রা তাকে প্রথমে বামন্দীর ডা. ফজলুর রহমান ক্লিনিকে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়ার মেডিকেল কলেজ থেকেও তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এবং আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তার মরদেহ নিজ গ্রামে এসে

পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঠেই লুটিয়ে মৃত্যু কিশোরের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আজান গ্রামে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঠেই লুটিয়ে পড়ে রাব্বি (১৭) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিকেলে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বি মেহেরপুর সদর উপজেলার মিজার আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আজান গ্রামের ফুটবল মাঠে খেলতে যান রাব্বি। খেলা চলাকালে হঠাৎ তিনি বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাঠেই লুটিয়ে পড়েন। এ সময় খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নাহিদ জানান, হাসপাতালে আনার আগেই রাব্বির মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোকজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হাসিমুখে ফুটবল খেলতে নেমে অল্প সময়ের ব্যবধানে এক কিশোরের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন, বন্ধু ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানে প্রাইভেট হাসপাতাল বন্ধ ঘোষণা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

অভিযানে অনিয়ম ও লাইসেন্স (সনদ) নবায়ন না থাকায় গাংনী শহরের হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সব কার্যক্রম এবং মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার ২০১৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স (সনদ) নবায়ন ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানের খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীরা সেটি বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যান। পরে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠানটির সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে।

এদিকে, মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অনিয়মের অভিযোগে এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, সরকারি

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিদর্শনে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সব কার্যক্রম এবং মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অভিযানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. একরামুল হক, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিজাম উদ্দীন এবং গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।